দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 21 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

10

20 JUL 1988

শিক্ষাঙ্গন

পথকলিদের শিক্ষা

"আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত"— কথাটি সর্বজন স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের ক'টি শিশুই আর সুন্দর ভবিষ্যতের চিহ্ন নিয়ে বেড়ে উঠছে। বরঞ্চ বেশীর ভাগ শিশুর ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে। আর এই অনিশ্চিত ভবিষ্যত শিশুর শতকরা নিরানব্বই ভাগই পথকলি। এদের সবাই অপরিণত বয়সে শিশু শ্রমিকরূপে জীবন-ধারণ করছে। কেউ রিকসা চালাচ্ছে, কেউ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার এবং কাগজসহ ফেলে দেয়া বিভিন্ন জিনিস কুড়াচ্ছে, ইট ভাংছে আবার কেউ বা শীর্ণ দুর্বল দেহে নিজের ওজনের চেয়ে ভারি বোঝা বহন করছে অর্থাৎ কুলিগিরি করছে।

গ্রামে-গঞ্জে, শহরে এদের ছড়াছড়ি। পথকলিদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা নেই, নেই প্রয়োজনীয় বই-খাতা-কলম। ওদের প্রতি সমাজের অনাদর ও অবহেলার কারণেই ওরা হয়ে উঠছে কেউ মস্তান, কেউ বা দুষ্কৃতকারী বা অন্যকিছু। আর সে কারণেই এদেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞজনের মতে "শিশুদের জন্য যদি সুশিক্ষা সম্পন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় তাহলে বড়দের জন্য কারাগার স্থাপনের প্রয়োজন হবে না"। তাই পথকলিদের জন্য স্কুল-মাদ্রাসা উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষার আলো থেকে ওরা বঞ্চিত, তাই ওদের জন্য যে কি ভয়াবহ ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তা অনুধাবন করা ওদের পক্ষে দুরূহ।

কিন্তু যারা শিক্ষিত জীবন সম্বন্ধে সচেতন তাদের কি এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত? পথকলিদের যদি অ-শিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোতে আনা যায় তাহলে আগামী দিন হবে উজ্জ্বল, সুন্দর হবে দেশের এবং জাতির ভবিষ্যত। পথকলিদেরও যদি অবহেলা না করে ঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে তাদের মধ্য থেকেও বের হয়ে আসতে পারে মহামানব। যিনি আমাদেরকে জীবন এবং ভুবনের বাইরেও কিছু উপহার দিতে পারেন যা জীবনে চলার পথে সহায়ক হবে। দেশ-জাতি-সমাজের স্বার্থে পথকলিদের জন্য আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। তাই সমাজের বিত্তবানদেরকে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

—হামিদা আহমেদ